সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
তানিম আহমেদ, জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
জাকির হোসেন, বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলের প্রচণ্ড প্রতাপের মধ্যেও ইটিভি পেশাদারিত্ব ও দেশীয় সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে এগিয়ে গেছে। নানা প্রতিকূলতার মাঝেও দেশের প্রথম বেসরকারি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ইটিভির জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়েছে। ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব ও আমলাতন্ত্রে বাঁধা বিটিভির একঘেয়ে অনুষ্ঠান থেকে দর্শকরা পেয়েছে রেহাই। পেয়েছে সৃজনশীল অনুষ্ঠান দেখার স্বাদ। দেশের নির্মাতা, কলাকুশলীরা পেয়েছে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ। একঝাঁক নতুনকে ইটিভি দেখিয়েছে সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। ক্রমে সুন্দরভাবে বিকশিত হলেও প্রশ্ন উঠেছে তার সম্প্রচারের বৈধতা নিয়ে, জন্মলগ্নের বৈধতা নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেড ডিভিশনের পূর্ণ বেঞ্চ ইটিভির সম্প্রচারকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। রিভিউ পিটিশনে সম্প্রচারের পাঁচ সপ্তাহ সময় পেলেও কার্যত ইটিভি হেরে যেতে বসেছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশে বেসরকারি টেলিভিশন প্রতিষ্ঠানের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। টেন্ডারে ১৭টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। শুধু দরপত্রের শর্ত পূরণ করে মাইনার্ড (বাংলাদেশ) লিমিটেড। পরে ১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দুটো ক্যাটাগরির ৬টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি হয়। অন্য ১০টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা অযোগ্য ঘোষিত হয়। এই অযোগ্য তালিকায় ইটিভি ৫নং অবস্থানে ছিলো। পরবর্তীতে এই মূল্যায়ন রিপোর্ট বাতিল করা হয়। নতুন মূল্যায়ন কমিটি ইটিভিকে ১ নম্বরে নিয়ে আসে। ইটিভি পেয়ে যায় টেরিস্টোরিয়াল সম্প্রচারের সুযোগ। আদালত এই প্রক্রিয়াকেই ধোঁয়াটে, গোঁজামিল, অস্বচ্ছ বলে অভিহিত করেছে। ইটিভি কর্তৃপক্ষ আদালতকে দিতে পারেনি সন্তোষজনক জবাব।

প্রাচীনকালে বিক্ষুব্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে আইনের উৎপত্তি হয়েছিল মানবকল্যাণের জন্য। ইটিভির অস্তিত্ব আজ দেশের মানুষের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। জড়িত দরিদ্র এ দেশটির সামাজিক, অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে। ইটিভি বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের জনগণ। যারা উন্মুক্ত স্যাটেলাইটের যুগেও সৃজনশীল দেশীয় সংস্কৃতির অনুষ্ঠান দেখতে পেত। তারা আবারও ঝুঁকে পড়ছে বিদেশী স্যাটেলাইট চ্যানেলের দিকে। থমকে দাঁড়াবে সদ্য বিকাশমানমুক্ত ইলেক্ট্রনিক সাংবাদিকতা। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সম্প্রতি দেশে গড়ে ওঠা টেকনিক্যাল হাউজগুলো। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইটিভির সঙ্গে জড়িত নির্মাতা, শিল্পীসহ লক্ষাধিক মানুষ।

তবে ইটিভি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে মানুষ নানা ধরনের স্বার্থান্বেষী মহলের অতি উৎসাহও লক্ষ্য করছে। বাজারে রটনা রটেছে, বন্ধ হওয়ার পর নতুন নামেও আসতে পারে সম্প্রচারে এ চ্যানেল। আইনের বৈধতা তুলে কুক্ষিগত করার চেষ্টাও শুভ ফলদায়ক হবে না। দেশের সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে জোট সরকারকে ইটিভির বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব নেয়া উচিত বলে সচেতন মহল মনে করে।

বিগত সরকার প্রচার চালিয়েছে, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিশ্ব ব্যাংকও সরকারের এ দাবীতে সায় দিয়েছে। গত অর্থ বছরে দেশ চাহিদার অতিরিক্ত ধান ও গম উৎপাদন হয়েছে। অপরদিকে কমেছে রবি শস্যের উৎপাদন। দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে মাছ। দেশ আসলে চালে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়নি।